পিকেএসএফ পরিক্রমা

◤ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিঃ ◤ আষাঢ়-আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

'ওস্তাদ' মোঃ ফারুকের তত্ত্বাবধানে ওয়েল্ডিংয়ের কাজ শিখে জয়পুরহাটে স্বাবলম্বী হয়েছেন 'শাগরেদ' মোঃ ফরিদ উদ্দিন।

বিস্তারিত: পৃষ্ঠা ০৬

আলোকচিত্রী: মোঃ রুকুনুদ্দৌলা লেবু

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন-১, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

pksf.org.bd +৮৮-০২২২২২১৮৩৩১-৩৩ +৮৮-০২২২২২১৮৩৪১ facebook.com/pksf.org.bd

পিকেএসএফ ভবন-২ উদ্বোধন করলেন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস

বাংলাদেশের প্রান্তিক ও নিম্ন আয়ের মানুষের নিজ ভাগ্যোন্নয়নের প্রচেষ্টায় আরো সহায়ক সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে স্থাপিত পিকেএসএফ ভবন-২ উদ্বোধন করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। গত ১৪ সেপ্টেম্বর রাজধানীর শ্যামলীতে ভবনটি উদ্বোধনকালে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, এ লক্ষ্য অর্জনে পিকেএসএফ-এর সামর্থ্যও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা বলেন, "মানুষের জন্ম হয়েছে উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য; চাকরি করার জন্য মানুষ পৃথিবীতে আসেনি।" পিকেএসএফ সৃষ্টির পেছনে তাঁর নিবিড় সম্পৃক্তির স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, পিকেএসএফ-এর সক্ষমতা এখন প্রশংসনীয় এবং এ সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে এর সহযোগী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে সামাজিক ব্যবসায় আরো বেশি বিনিয়োগ করা দরকার। "দারিদ্র্য নিরসনে আমাদের পথচলা দীর্ঘ; আমাদের প্রস্তুতিও ভালো; এখন আমাদের (আরো) বড় আকারে (কাজ) শুরু করতে হবে।"

> মানুষের জন্ম হয়েছে উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য; চাকরি করার জন্য মানুষ পৃথিবীতে আসেনি।
>
> — ড. মুহাম্মদ ইউনূস

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ, উপদেষ্টা, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের।

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, পিকেএসএফ একটি বিশ্বমানের সংস্থা। বড় আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীরা পিকেএসএফ-এর ওপর আস্থা রাখে এর আর্থিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং কার্যকারিতার কারণে। তবে, পিকেএসএফ এসব সংস্থার ওপর নির্ভরশীল নয় বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, "পিকেএসএফ-এর নিজস্ব আর্থিক সক্ষমতাই এর বড় শক্তি। ... পিকেএসএফ শুধু একাই বড় হয়নি, সহযোগী সংস্থাগুলোকেও বড় করেছে।" পিকেএসএফ এবং এর সহযোগী সংস্থাগুলোকে ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং দক্ষতা উন্নয়নে চলমান কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

> পিকেএসএফ-এর নিজস্ব আর্থিক সক্ষমতাই এর বড় শক্তি। ... পিকেএসএফ শুধু একাই বড় হয়নি, সহযোগী সংস্থাগুলোকেও বড় করেছে।
>
> —ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ

পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান বলেন, ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে মাত্র ২৪ কোটি টাকার তহবিল নিয়ে পিকেএসএফ যাত্রা শুরু করে। এখন মাঠ পর্যায়ে সহযোগী সংস্থাসমূহের নিকট পিকেএসএফ-এর ঋণস্থিতির পরিমাণ ১৪ হাজার কোটি টাকা। এর মাত্র ০.৬৭% হচ্ছে বকেয়া।

পিকেএসএফ কর্তৃক বিতরণকৃত এ অর্থ সহযোগী সংস্থাদের ৮৬ হাজার কোটি টাকা ঋণস্থিতি সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এমন একটি সফল প্রতিষ্ঠান গঠনের পেছনে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অবদান স্মরণ করে

পিকেএসএফ ভবন-২-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দের একাংশ

তিনি বলেন, "তাঁর মতামতের ভিত্তিতেই সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব সম্পদে ও পরিচালনায় পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠিত হয়।

পিকেএসএফ-এর যাত্রালগ্ন হতে পরবর্তী দুই দশক এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে প্রতিষ্ঠানটিকে শক্ত ভিত্তি প্রদানে তাঁর ভূমিকা ছিল অপরিসীম।" এ সময় তিনি পিকেএসএফ-এর সাফল্যের পেছনে এর অনন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও গভর্নেন্স কাঠামোর ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন।

স্বাগত বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের বলেন, এ বিশেষ দিনে আনন্দিত হওয়ার দু'টি কারণ রয়েছে। প্রথমত, বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার কৌশলগত ধারণার ওপর এবং পরবর্তী প্রায় দুই দশক পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্য হিসেবে এর কৌশলগত নীতি নির্ধারণে তাঁর দিকনির্দেশনার ফলে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম সুসংহত হয়।

"দ্বিতীয় কারণটি হলো, মঞ্চে উপস্থিত মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ ১৯৯৬ হতে ২০০৫ সাল পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকাকালীন এর আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দৃঢ়তা পায়। তাঁর সময়েই পিকেএসএফ ভবন-১ নির্মিত হয়েছিলো; পিকেএসএফ ভবন-২ উদ্বোধনকালেও তাঁকে এবং ইউনূস স্যারকে একসাথে পাওয়া পিকেএসএফ-এর জন্য বিশেষ আনন্দের।"

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধান উপদেষ্টা পিকেএসএফ ভবন-২-এর উদ্বোধনী ফলক উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর অর্থায়ন ও অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমের ওপর নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র এবং ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের

পিকেএসএফ-এ কাটানো স্মৃতিময় মুহূর্তের ছবি নিয়ে নির্মিত একটি বিশেষ ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধান উপদেষ্টার মুখ্যসচিব, মুখ্য সমন্বয়কারী ও প্রেস সচিবসহ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর প্রতিনিধিবৃন্দ এবং পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার প্রধান নির্বাহীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান শেষে পিকেএসএফ পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি'র এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এবং মাননীয় অর্থ উপদেষ্টার সাথে ফটোসেশনে অংশ নেন।

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে আর্থিক পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে ১৯৯০ সালে পিকেএসএফ-এর যাত্রা শুরু হয়।

মাঠ পর্যায়ে এর সহযোগী সংস্থাদের ২.২৫ কোটি গ্রাহকের চাহিদার সাথে সংগতি রেখে বর্ধিত কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে পিকেএসএফ ভবন-২ নির্মাণ করা হয়। ভবনটিতে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের সরাসরি তত্ত্বাবধানে উদ্যোক্তাদের বিএসটিআই অনুমোদিত নির্বাচিত পণ্য ও উৎপাদন/ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যকেন্দ্র থাকবে। এছাড়া, পিকেএসএফ-এর গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম এ ভবন থেকে পরিচালিত হবে।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এবং মাননীয় অর্থ উপদেষ্টার সাথে পিকেএসএফ পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ও মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি'র এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যানের ফটোসেশন

জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবিলা

নিজস্ব সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে: অর্থ উপদেষ্টা

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজিত

অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবিলায় নিজস্ব সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে যেকোনো দুর্যোগে স্থানীয় জনগোষ্ঠী সবার আগে এগিয়ে আসে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রথম সারির দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম বলে তিনি উল্লেখ করেন। জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরিতে গণমাধ্যমকর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ৮ সেপ্টেম্বর পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত 'Navigating Climate Finance: Media Reporting' শীর্ষক তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব মোহাম্মদ শফিকুল আলম এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)-এর সচিব মোঃ শাহ্‌রিয়ার কাদের ছিদ্দিকী। এতে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান এবং স্বাগত বক্তব্য দেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বক্তব্য রাখেন ইআরডি'র অতিরিক্ত সচিব এ. কে. এম. সোহেল। পিকেএসএফ এবং ইআরডি আয়োজিত এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে দেশের শীর্ষ গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর ৫৮ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

ড. সালেহউদ্দিন বলেন বিজ্ঞানী, নীতিনির্ধারক, প্রতিষ্ঠান, অর্থের যোগান ও জনগণের সংযোগ - এ পাঁচটির সমন্বিত ভূমিকা ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা কার্যকরভাবে সম্ভব নয়। "জলবায়ু অভিযোজন বিষয়ে আমাদের প্রায় ২৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার তহবিলের দরকার। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের প্রাপ্তি সামান্য"। এ সময়, ড. সালেহউদ্দিন পিকেএসএফ-কে একটি বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করেন।

বিশেষ অতিথি মোহাম্মদ শফিকুল আলম বলেন অর্থনীতি, রাজনীতি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি নানা বিষয়ের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব রয়েছে। জলবায়ু অভিযোজনে ক্ষতিগ্রস্তদের গল্প বহির্বিশ্বে তুলে ধরার জন্য তিনি গণমাধ্যমকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, সরকার জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমনকে জাতীয় কৌশলগত অগ্রাধিকারে রেখেছে। এ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাঠ পর্যায়ে একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে পিকেএসএফ, যা প্রশংসনীয় বলে মন্তব্য করেন তিনি।

ইআরডি সচিব মোঃ শাহ্‌রিয়ার কাদের ছিদ্দিকী বলেন, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে নেতৃত্ব প্রদর্শন করছে। "আমাদের এ যাত্রা দীর্ঘ। এ জন্য আমাদের সকলকে - সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজ, বেসরকারি খাত ও সংবাদমাধ্যম - একসঙ্গে কাজ করতে হবে"। তিনি বলেন, ইআরডি মূলত উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে আর্থিক সম্পর্কের বিষয়ে সংযোগের সেতু হিসেবে কাজ করে। এ সংযোগের জন্য আমাদের দরকার হয় প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত। বিভিন্ন বৈশ্বিক ফোরামে সাংবাদিকদের মাধ্যমে উপস্থাপিত তথ্য ও প্রতিবেদন আমাদের কৌশলগত আলোচনাকে সফলভাবে উপস্থাপন করতে সাহায্য করে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি জাকির আহমেদ খান বলেন, পিকেএসএফ বর্তমানে দেশের ২ কোটিরও বেশি স্বল্পআয়ের পরিবারের সাথে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠানটি কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে মানুষের পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত। তিনি বলেন, সাংবাদিকদের জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলায় অর্থ সংস্থান সম্পর্কে অধিকতর দক্ষ করে তুলতে এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে সাংবাদিকবৃন্দ আরো দক্ষতার সাথে জলবায়ুর পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

স্বাগত বক্তব্যে মোঃ ফজলুল কাদের বলেন, পিকেএসএফ-এর 'কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২৫-২০৩০'-এ জলবায়ু অভিযোজন বিষয়ক কার্যক্রমকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের জন্য ক্লাইমেট জাস্টিস বা জলবায়ু ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে গণমাধ্যমকর্মীদের আরো উদ্যমী ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান তিনি।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব একেএম সোহেল বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিগ্রস্ত দেশের শীর্ষে বাংলাদেশের অবস্থান। এ ঝুঁকি কমানোর জন্য আমাদের দরকার বৈদেশিক সহায়তা ও উন্নত বিশ্বের কমিটমেন্ট। জলবায়ু অভিযোজন বিষয়ে আমাদের জনগণকে সচেতন ও বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে এর চিত্র তুলে ধরার জন্য এ প্রশিক্ষণের আয়োজন।

'Navigating Climate Finance: Media Reporting' প্রশিক্ষণের একটি অধিবেশন

ওস্তাদের হাত ধরে বদলে যাওয়া এক শাগরেদের জীবন

কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যম হিসেবে শিক্ষানবিশি পদ্ধতির প্রবর্তন হয় মধ্যযুগে ইউরোপে। পর্যায়ক্রমে উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর অনেক দেশই শিক্ষানবিশি পদ্ধতি অনুসরণ করে তরুণদের দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করেছে। এ দেশগুলোর ছোটো উদ্যোগের বিকাশে তরুণরা এখন ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা যুগের পর যুগ ধরে ঐতিহ্যবাহী 'ওস্তাদ-শাগরেদ' মডেলের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। হালকা প্রকৌশল, কাঠের কাজ, গাড়ি মেরামত, হস্তশিল্প - এমন অসংখ্য পেশায় দক্ষতা হস্তান্তরের মূল মাধ্যম হয়ে উঠেছে এ মডেল। এতে একজন তরুণ শাগরেদ শুধুমাত্র কারিগরি জ্ঞানই অর্জন করে না, সে পায় শৃঙ্খলা, ধৈর্য, পরিশ্রম আর সততার শিক্ষা। একজন ওস্তাদ হয়ে ওঠেন শিক্ষক, অভিভাবক ও জীবন-দর্শনের দিশারি আর শাগরেদ হয়ে যান তার অনুসারী।

'ওস্তাদ-শাগরেদ' মডেলের পরিক্রমার বিষয়ে জ্ঞান নেই জয়পুরহাট জেলার ক্ষেতলাল উপজেলার হোপ পূর্বপাড়ার ২৫ বছর বয়সী মোঃ ফরিদ উদ্দিনের। পিকেএসএফ-এর RAISE প্রকল্পের আওতায় অনানুষ্ঠানিক শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের ওস্তাদ মোঃ ফারুকের হাত ধরে তিনি হয়েছেন 'ওস্তাদ-শাগরেদ' মডেলের সফল উদাহরণ! ফরিদের সাফল্যের গল্পটি অনেক সংগ্রামের।

জন্ম থেকেই ফরিদ উদ্দীন বেড়ে উঠেছেন অভাব অনটনের মধ্যে। পড়াশোনার ইচ্ছা থাকলেও অভাবের কারণে অল্প বয়সেই তা বন্ধ হয়ে যায়। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তার পিতার পক্ষে বেকার ছেলের দায়িত্ব বহন করা হয়ে যায় অসহনীয়। প্রতিনিয়ত বেকার ছেলেকে তিরস্কার করতেন তিনি। বাবা-ছেলের নিত্যদিনের ঝগড়া দেখে নীরবে খোদার কাছে মিনতি করতেন তার মা ফরিদা বেগম। বিধাতা বিমুখ করেননি ফরিদের মাকে। ঘটনাক্রমে ফরিদের মা একদিন উপস্থিত হন এহেড সোশ্যাল অর্গানাইজেশন (এসো)-র আউটরিচ প্রোগ্রামে। তিনি সেখানে জানতে পারেন বেকার যুবক, তরুণ-তরুণীর হার না মানা গল্প আর RAISE প্রকল্পের 'ওস্তাদ-শাগরেদ' মডেল সম্পর্কে। আশায় বুক বাঁধেন ফরিদা বেগম। এরপর RAISE প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে তার মা ছেলেকে নিয়ে আসেন প্রকল্প অফিসে। ফরিদ ওয়েল্ডিংয়ের কাজ শেখার সিদ্ধান্ত নেন। মাস্টার ক্র্যাফটসপার্সন মোঃ ফারুকের তত্ত্বাবধানে ফারুক ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপে ১ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে কাজ শেখা শুরু করেন।

বিনয়ী ওস্তাদ ফারুক শাগরেদ ফরিদকে নিজের জীবনের উত্থান পতনের গল্প শোনান। শোনান ফারুক ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপের সাফল্যের সাথে পথচলার ইতিবৃত্ত। এরই পাশাপাশি RAISE প্রকল্প হতে ফরিদ জীবন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে হয়ে ওঠেন আত্মবিশ্বাসী। তিনি জীবনের হতাশা আর হীনমন্যতাকে দূরে ঠেলে ওস্তাদের নির্দেশনায় রপ্ত করতে থাকেন ওয়েল্ডিংয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজ। ওস্তাদের তত্ত্বাবধানে ছয় মাসের প্রশিক্ষণ শেষ হয় ফরিদের। তার আন্তরিকতা, দক্ষতা আর বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হয়ে ফরিদকে দৈনিক ৪৫০ টাকা মজুরিতে কাজে নেন ওস্তাদ।

ধীরে ধীরে পাকা মিস্ত্রি হয়ে উঠেন ফরিদ। ওস্তাদ ও শাগরেদ মিলে সিদ্ধান্ত নেন চুক্তিভিত্তিক কাজ করার। ফরিদ RAISE প্রকল্পের আওতায় ১ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে ওয়েল্ডিংয়ের যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন। ওস্তাদের সাথে শুরু করেন লোহার দরজা, জানালা, বারান্দার গ্রিল তৈরির কাজ। আর এসব জিনিস ফরিদ চুক্তিভিত্তিকভাবে বিক্রি করেন ওস্তাদের কাছে। এভাবে তার আয় বাড়তে থাকে। এখন তিনি মাসে আয় করেন প্রায় ৩৮,৫০০ টাকা।

ফরিদ এখন বাড়িতে দুইরুমের একটি সেমি পাকা ঘর নির্মাণ করেছেন। এর প্রতিটি ইটের গাথুনির ফাঁকে রয়েছে ফরিদের ইস্পাত-কঠিন মনোবল আর লালিত স্বপ্ন। ফরিদ বলেন, "আমার জীবনে যেমন আমার ওস্তাদ আলোর দিশা দিয়েছেন, আমি চাই একদিন আমিও নতুন শাগরেদ তৈরি করব। নিজের একটি আধুনিক ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপ করব।"

RAISE প্রকল্পের আওতায় ফরিদের মতো ২৬,৭৯৬ জন বেকার তরুণ শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের মাধ্যমে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। এদের মধ্যে ২,৩৪৭ জন হয়েছেন নতুন উদ্যোক্তা এবং ১৩,৮৭০ জন যুক্ত হয়েছেন মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানে (আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত তথ্যানুযায়ী)। পিকেএসএফ-এর RAISE প্রকল্প 'ওস্তাদ-শাগরেদ' মডেলকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় রূপ দিয়েছে। এখানে ওস্তাদরা তাদের জীবনের যাবতীয় শিক্ষা বিলিয়ে দেন শাগরেদের মধ্যে। আর শাগরেদরা কেবল কাজই শেখে না, তারা পায় জীবন দক্ষতা, যোগাযোগ কৌশল, দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসা পরিচালনার প্রাথমিক ধারণা। ফলে একজন তরুণ হয়ে ওঠে ফরিদের মতো আত্মবিশ্বাসী, কর্মক্ষম এবং উদ্যোক্তা হওয়ার উপযোগী।

ফরিদের মতো একজন শাগরেদ যখন নিজেই উদ্যোক্তা হন, তখন আশেপাশের আরও অনেক তরুণের জন্য তৈরি হয় নতুন সম্ভাবনা। আজকের শাগরেদ, আগামী দিনের ওস্তাদ - এভাবেই গড়ে উঠছে দক্ষতা হস্তান্তরের একটি টেকসই চক্র, যা স্থানীয় অর্থনীতিকে করছে গতিশীল এবং কর্মসংস্থানের পথকে করছে অধিক কার্যকর।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপন

'প্রযুক্তি নির্ভর যুবশক্তি, বহুপাক্ষিক অংশীদারিত্বে অগ্রগতি' প্রতিপাদ্যে পিকেএসএফ-এর উদ্যোগে ১২ আগস্ট দেশব্যাপী বর্ণাঢ্য কর্মসূচির মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপন করা হয়। পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ১০৬টি সহযোগী সংস্থা দেশের ৬৪ জেলার ১৭৬ উপজেলায় বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভা আয়োজন করে। এছাড়া, পিকেএসএফ-এর RAISE প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক আয়োজিত র‍্যালিসহ অন্যান্য অনুষ্ঠানে ৮৩টি প্রতিষ্ঠান হতে সর্বমোট ১১,৮৬৮ জন যুব অংশগ্রহণকারীর সমাগম হয়।

পিকেএসএফ ও অরবিসের যৌথ উদ্যোগ

১০ লক্ষ মানুষের চক্ষু পরীক্ষা, ১ লক্ষ ছানি অপারেশন হবে

আগামী দুই বছরে দেশের ১০ লক্ষ নিম্ন আয়ের মানুষের চক্ষু পরীক্ষা ও ১ লক্ষ ছানি অপারেশনের যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে পিকেএসএফ এবং অরবিস ইন্টারন্যাশনাল। বাংলাদেশে প্রতিরোধযোগ্য অন্ধত্ব দূরীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত 'অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ছানি অপারেশন কার্যক্রম' শীর্ষক একটি উদ্যোগের আওতায় এ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হবে।

বিগত ২৪ সেপ্টেম্বর রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পিকেএসএফ ভবনে এ উদ্যোগটির উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান। প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মোঃ সাইদুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. মোঃ আবু জাফর এবং অরবিস ইন্টারন্যাশনালের ফাউন্ডেশনস অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনাল রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট বিভাগের পরিচালক ক্রিস্টি হুবার্ড। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহম্মদ হাসান খালেদ। উদ্যোগটির সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন অরবিস ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ডা. মুনীর আহমেদ।

প্রধান অতিথি মোঃ সাইদুর রহমান বলেন, দৃষ্টিশক্তি না থাকলে একজন মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে। ছানি অপারেশনের মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলে মানুষ আবার কর্মক্ষম হয়ে উঠে, যা জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তিনি আরও বলেন, এ উদ্যোগ সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে জাতীয় অন্ধত্ব প্রতিরোধ কর্মসূচিকে আরও কার্যকর করবে এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ আধুনিক চক্ষু চিকিৎসার সুযোগ পাবে।

বিশেষ অতিথি ক্রিস্টি হুবার্ড বলেন, বাংলাদেশে অন্ধত্বের সবচেয়ে বড় কারণ ছানি, অথচ এটি অত্যন্ত সহজে নিরাময়যোগ্য। অরবিস ইন্টারন্যাশনাল প্রায় চার দশক ধরে ছানি অপারেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশে হাজার হাজার মানুষের দৃষ্টিশক্তি ফেরাতে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। তিনি পিকেএসএফ-এর উদ্ভাবনী উদ্যোগ, নেতৃত্ব ও প্রতিশ্রুতির প্রশংসা করেন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে পিকেএসএফ-এর উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানান।

সভাপতির বক্তব্যে পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান বলেন, পিকেএসএফ সারাদেশে সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করেছে। এ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে পিকেএসএফ স্বাস্থ্য ও জীবিকা-সংক্রান্ত ঝুঁকি প্রশমনে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে এবং প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা ও প্রাথমিক চিকিৎসা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। তিনি বলেন, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে অনেক সময় সরকারি সেবা পৌঁছানো সম্ভব হয় না, সেখানে পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে কার্যক্রম চলমান রেখেছে। এক লক্ষ ছানি অপারেশনের এ উদ্যোগ দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের বলেন, আমরা ২০১২ সাল থেকে এ ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছি। সম্প্রতি, শোভন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ঝুঁকি হ্রাস এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি - এ তিনটি মূল স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে পিকেএসএফ-এর কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। পিকেএসএফ-এর অন্যতম কৌশলগত লক্ষ্য হলো মানুষের টেকসই জীবিকা অর্জন ও স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ঝুঁকি নিরসন। এ উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় প্রতিরোধযোগ্য অন্ধত্ব হ্রাসে অরবিস ইন্টারন্যাশনালের সাথে এ যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে এনে তাদের সামগ্রিক উন্নয়নের পথ সুগম করবে।

'অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ছানি অপারেশন কার্যক্রম' শীর্ষক উদ্যোগটির সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন অরবিস ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ডা. মুনীর আহমেদ। তিনি জানান, দেশে ৩০ বছর বয়সী ও তদূর্ধ্ব প্রায় সাড়ে ৫ লাখ মানুষ বর্তমানে দৃষ্টিহীন, যাদের প্রায় ৭০ শতাংশ ছানিজনিত কারণে অন্ধ। এদের বড় অংশ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী হওয়ায় জাতীয় উৎপাদনশীলতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। তিনি বলেন, উদ্যোগটির আওতায় আগামী দুই বছরে এক লক্ষ ছানি অপারেশন সম্পন্ন করা হবে।

উদ্যোগটির আওতায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাগুলোর সহায়তায় ৫,০০০ আউটরিচ প্রোগ্রামের মাধ্যমে দশ লক্ষ রোগীর চক্ষু পরীক্ষা করা হবে। পাশাপাশি অরবিস-এর সহযোগী ২৫টি চক্ষু হাসপাতালের মাধ্যমে ১,২০০-এর অধিক স্বাস্থ্যকর্মীকে প্রাথমিক চক্ষু পরীক্ষা ও রেফারেলের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

দেশের ৫০টি জেলায় সরকার পরিচালিত ২০০টি কমিউনিটি আই সেন্টার এবং অরবিস-এর সহযোগী চক্ষু হাসপাতাল পরিচালিত ১০০টিরও বেশি ভিশন সেন্টার রেফারেল ও ফলো-আপ পয়েন্ট হিসেবে কাজ করবে। এছাড়া, অরবিস-এর সহযোগী চক্ষু হাসপাতাল ছানি রোগী বাছাই এবং তাদের ছানি অপারেশন সম্পাদন করবে।

'ক্ষুদ্রঋণ আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করে'

মনোয়ারা বেগম
নির্বাহী পরিচালক, প্রত্যাশী

মনোয়ারা বেগম প্রায় ৪২ বছর যাবৎ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের স্বনামধন্য বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান 'প্রত্যাশী'-এর নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে সংস্থাটি ১৪২টি শাখা অফিসের মাধ্যমে বাংলাদেশের ১৪ জেলার ৯৩ উপজেলা/পৌরসভায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জলবায়ু পরিবর্তনসহ নানাবিধ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সংস্থার বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় সংগঠিত পরিবার সংখ্যা প্রায় সাড়ে ১০ লক্ষ। পিকেএসএফ পরিক্রমা'র জন্য মনোয়ারা বেগমের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন পিকেএসএফ-এর সহকারী মহাব্যবস্থাপক মোঃ মিনহাজ উদ্দিন শেখ এবং ব্যবস্থাপক মাসুম আল জাকী।

পিকেএসএফ: আপনি গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করার প্রায় ৪ বছর আগেই ১৯৮৩ সালে 'প্রত্যাশী' প্রতিষ্ঠা করেছেন। শিক্ষার্থী থাকাকালেই সমাজ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত করার প্রেক্ষাপট কেমন ছিল?

মনোয়ারা বেগম: অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময়েই আমার বিয়ে হয় বোয়ালখালী উপজেলার এক শিক্ষিত ও রাজনীতি সচেতন পরিবারে। বিয়ের পর পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে আমার স্বামী ও শাশুড়ি আমাকে আন্তরিকভাবে উৎসাহ দিয়েছেন। আমার স্বামী প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে যুক্ত থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে সক্রিয়ভাবে কাজ করতেন। বাড়িতে তখন সমাজের নানা অসংগতি নিয়ে নিয়মিত আলোচনা হতো। বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসার পথে গ্রামের অসহায় মানুষের মুখগুলো দেখে আমার মন কেঁদে উঠত। তাদের জন্য কিছু একটা করার তাড়না তখন থেকেই। এ চিন্তা থেকেই ১৯৮০ সালে 'আকুবদন্ডী মহিলা সংস্থা' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলি। উদ্দেশ্য ছিল নারীদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা। গ্রামের নারী ও কিশোরীদের সংগঠিত করে সেলাই প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। আমি ছিলাম সেই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক। এ সংগঠনই পরবর্তীকালে 'প্রত্যাশী' নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পিকেএসএফ: প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করে, ক্ষুদ্রঋণ খাতে যখন কাজ শুরু করলেন, তখন কী ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলেন?

মনোয়ারা বেগম: আমি যখন ১৯৮৩ সালে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে নারীদের সংগঠিত করছিলাম, তখন নারীরা পর্দার বাইরে যাবে তা ছিল এক দুঃস্বপ্নের মতো। ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার -- সব মিলিয়ে কাজ করা বেশ কঠিন ছিল। ধর্মান্ধ ফতোয়াবাজরা আমাকে খ্রিষ্টান হিসেবেও আখ্যায়িত করেছিল। পথ যতই বন্ধুর হোক না কেন আমি কখনো থেমে থাকিনি। আমাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য কার্যক্রম তাদের পরিবারের ও সমাজের উপকারে আসতে শুরু করলে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলাতে শুরু করলো। এক সময় উপলব্ধি করি সচেতনতা তৈরির পাশাপাশি মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা প্রয়োজন। এ ভাবনা থেকেই ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চালু করি।

পিকেএসএফ: পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়ার প্রেক্ষাপটটি কী ছিল?

মনোয়ারা বেগম: ১৯৯০ সালে সাউথ এশিয়া পার্টনারশিপ (বর্তমানে পিকেএসএফ-এর একটি সহযোগী সংস্থা) থেকে একটি ক্ষুদ্র অনুদান পেয়ে আমরা বোয়ালখালী উপজেলায় স্বল্প পরিসরে সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করি। কার্যক্রমের পরিসর বৃদ্ধির জন্য আমরা ১৯৯৫ সালে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হওয়ার জন্য আবেদন করি। পিকেএসএফ-এর বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের বোয়ালখালীতে এসে আমাদের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন। পিকেএসএফ-এর মানদণ্ড অনুযায়ী আমাদের কার্যক্রমের মানোন্নয়ন করি এবং পিকেএসএফ ৩১ মে ১৯৯৫ আমাদেরকে সহযোগী সংস্থা হিসেবে নির্বাচিত করে।

পিকেএসএফ: আপনাদের সংস্থা সুসংহতকরণে পিকেএসএফ-এর অবদান সম্পর্কে কিছু বলুন।

মনোয়ারা বেগম: পিকেএসএফ ও প্রত্যাশী'র সম্পর্ক অনেকটা অভিভাবক ও সন্তানের মতো। পিকেএসএফ-এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি বর্তমানে সমৃদ্ধি কর্মসূচি, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, কৈশোর কর্মসূচি ও ওয়াশ কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া, পিকেএসএফ-এর মনিটরিং, সুপারভিশন, প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তা ও দিকনির্দেশনা আমাদের কাজের মান, কর্মীদের দক্ষতা এবং প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় এক বিশাল অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পিকেএসএফ: ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে এবং নারীদের ক্ষমতায়নে কীভাবে ভূমিকা রাখছে বলে আপনি মনে করেন?

মনোয়ারা বেগম: ক্ষুদ্রঋণ এমন একটি আর্থিক সেবা, যার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী জামানত ছাড়া ঋণ নিয়ে আয়বর্ধনমূলক কাজে নিযুক্ত হতে পারে। ক্ষুদ্রঋণ আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এবং স্থানীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়ায়, যা সামগ্রিকভাবে গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে। ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে নারী গ্রাহকের সংখ্যা ৯০ শতাংশের বেশি। ক্ষুদ্রঋণ নারীদের ক্ষমতায়নের একটি সার্বিক প্রক্রিয়া। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে একজন নারী প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার শেখার সুযোগ ও নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ পেয়ে থাকে।

পিকেএসএফ: আপনি ২০০২ সালে 'Prime Minister's Award' লাভ করেছেন। এ পুরস্কার অর্জন আপনার কোন কাজের স্বীকৃতি ছিল?

মনোয়ারা বেগম: মা ও শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনায় বিশেষ অবদানের জন্য জাতীয় পুরস্কারটি গ্রহণের মুহূর্তটি ছিল আমার জীবনের এক স্মরণীয় অধ্যায়। এ পুরস্কার প্রাপ্তি ছিলো আমাদের বহু বছরব্যাপী সংগ্রাম, ত্যাগ আর অবিচলতা থেকে জন্ম নেওয়া সাহসের একটি সম্মানজনক স্বীকৃতি।

পিকেএসএফ: প্রত্যাশী'র আগামী দিনের পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু বলুন।

মনোয়ারা বেগম: প্রত্যাশী'র তিনটি মূল দর্শন আছে -- মানবিকতা, অংশগ্রহণ ও ন্যায্যতা। এ তিনটি বিষয়কে ধারণ করে পরবর্তী প্রতিটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। ভবিষ্যৎ বাংলাদেশে প্রত্যাশী হবে এমন একটি উন্নয়ন সংস্থা, যার সফলতার বার্তা পৌঁছে যাবে দেশের প্রতিটি অঞ্চলে।

পিকেএসএফ: কর্মীদের বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ খাতের উন্নয়ন কর্মীদের জন্য আপনার কী পরামর্শ আছে?

মনোয়ারা বেগম: ক্ষুদ্রঋণ খাতে যারা কাজ করছেন, তারা একটি মহান কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন। নিজেদের নৈতিকতা, সততা, স্বচ্ছতা, মানবাধিকার ও সমতার মতো মূল্যবোধসমূহ বজায় রেখে দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার পরামর্শ দিতে চাই আমার প্রিয় সহকর্মীদের। তরুণ কর্মীদের বলতে চাই, কাজকে ভালোবাসতে হবে।

পিকেএসএফ: আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার সুস্বাস্থ্য এবং প্রত্যাশী'র উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

মনোয়ারা বেগম: আপনাদেরও ধন্যবাদ। পিকেএসএফ কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

পুরো সাক্ষাৎকারটি
পড়তে স্ক্যান করুন

দেশের ৮০,০০০ উদ্যোক্তাকে আর্থিক ও কারিগরি সেবা প্রদানে বাস্তবায়িত হচ্ছে SMART প্রকল্প

ক্ষুদ্র উদ্যোগে জলবায়ু-সহনশীল, সম্পদ-সাশ্রয়ী চর্চা রপ্তকরণের মাধ্যমে ঘাত-সহিষ্ণু সবুজ প্রবৃদ্ধি সঞ্চারের লক্ষ্যে পিকেএসএফ Sustainable Microenterprise and Resilient Transformation (SMART) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় এবং বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ-এর যৌথ অর্থায়নে প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি এবং

মুন্সিগঞ্জে বায়োগ্যাস কার্যক্রম পরিদর্শন করছে বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি দল

সেবা খাতের আওতাধীন প্রায় ৮০,০০০ উদ্যোক্তাকে বিভিন্ন আর্থিক ও কারিগরি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করছে এ প্রকল্প। SMART প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে ৪৯টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৬৩টি উপ-প্রকল্প মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

SMART প্রকল্পের টাস্ক টিম লিডার, বিশ্বব্যাংক, কেইসুকে ইয়াদোমি পরিবেশগত প্রভাব পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে গত ১৭ জুলাই রংপুর সফর করেন। তিনি রংপুর সদর উপজেলার তিনটি ইকো-ব্লক উৎপাদন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এ সময় বুশরা নিশাত, এনভায়রনমেন্টাল স্পেশালিস্ট, বিশ্বব্যাংক; গোকুল চন্দ্র বিশ্বাস, প্রকল্প সমন্বয়কারী, SMART প্রকল্প, এবং এ.কে.এম. জহিরুল হক, উপ-প্রকল্প সমন্বয়কারী, SMART প্রকল্প, উপস্থিত ছিলেন।

বিগত ২৭-৩১ জুলাই SMART প্রকল্পের আওতায় পাঁচ দিনব্যাপী ত্রৈমাসিক অগ্রগতি মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৭ জুলাই সভার উদ্বোধনী পর্বে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মশিয়ার রহমান। এতে SMART প্রকল্পের ৫০টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ৪১টি সহযোগী সংস্থার ১৫০ জন কর্মকর্তাসহ SMART প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

বিগত ২৬ আগস্ট বিশ্বব্যাংকের পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ বিষয়ক প্র্যাকটিস ম্যানেজার অ্যান জিনেট গ্লবার-এর নেতৃত্বে বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিনিধি দল মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলায় SMART প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করে। এর আগে, ২৫ আগস্ট মোঃ মশিয়ার রহমান, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর সভাপতিত্বে বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে পিকেএসএফ কার্যালয়ে একটি সৌজন্য সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পিকেএসএফ ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

শিক্ষা ও গবেষণা খাতে পারস্পরিক সহায়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিকেএসএফ এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি (এনএসইউ)-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২৫ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রশাসনিক কার্যালয়ে এনএসইউ উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল হান্নান চৌধুরী এবং পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পক্ষে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মশিয়ার রহমান এ সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন এনএসইউ'র ক্যারিয়ার অ্যান্ড প্লেসমেন্ট সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোঃ তৌফিকুল ইসলাম এবং পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক (গবেষণা ও উন্নয়ন) ড. তৌফিক হাসান শাহ চৌধুরী।

এ সমঝোতা স্মারকের আওতায় এনএসইউ এবং পিকেএসএফ যৌথভাবে উদ্ভাবন, প্রবৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নে কাজ করবে। এছাড়া, ইন্টার্নশিপ এবং মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমে এনএসইউ শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হবে।

'পিকেএসএফ-এর কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২৫-২০৩০' বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান বলেছেন, পিকেএসএফ কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২৫-২০৩০ হবে আমাদের ভবিষ্যৎ যাত্রার মূল দলিল। এটি শুধু একটি কাগজে লেখা পরিকল্পনা নয়, বরং একটি পথনির্দেশনা, যা নতুন প্রজন্মের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে। গত ৪ সেপ্টেম্বর পিকেএসএফ ভবনে এক আলোচনা সভায় তিনি আরও বলেন, "পিকেএসএফ সবসময়ই নিম্ন আয়ের মানুষের পাশে ছিল এবং থাকবে। আমরা তাদের আয়ের সুযোগ বাড়াতে, সম্পদ ক্ষয় রোধ করতে এবং জীবনে সহিষ্ণুতা তৈরি করতে কাজ করছি। একই সঙ্গে নিজেদের ও সহযোগী সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বাড়ানোর দিকেও সমান গুরুত্ব দিচ্ছি।"

পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদ ২০২৫-৩০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য এ কৌশলগত পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে। উক্ত পরিকল্পনার বিষয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ধারণা দেয়ার জন্য এ সভার আয়োজন করা হয়। এ সভায় পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ও উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের। এ পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত সকলকে তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসার জন্য সবাইকে যুথবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

কৌশলগত পরিকল্পনার মূল দিকগুলো উপস্থাপন করেন পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক ড. এ.কে.এম. নুরুজ্জামান। প্রশ্নোত্তর ও উন্মুক্ত আলোচনা পর্ব পরিচালনা করেন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ জসীম উদ্দিন। আলোচনায় মোঃ জসীম উদ্দিন বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে পিকেএসএফ আড়াই কোটি পরিবারের কাছে এ সেবাগুলো পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। একই সাথে, দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এক লক্ষ তরুণকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

কাঁকড়া হ্যাচারি উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রশংসা করলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার তার দাপ্তরিক সফরের অংশ হিসেবে ২১ সেপ্টেম্বর কাঁকড়া হ্যাচারি উদ্যোক্তাদের জন্য পিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত Training on Crab Hatchery Operation and Management শীর্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শনকালে পিকেএসএফ-এর কাঁকড়া হ্যাচারি উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। পিকেএসএফ-এর RHL প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার কাঁকড়া হ্যাচারি ও নার্সারি কমপ্লেক্সে এ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণটি ২৪ আগস্ট শুরু হয়। ২৬ দিনব্যাপী তিন পর্যায়ের তাত্ত্বিক, কারিগরি ও ব্যবহারিক এ প্রশিক্ষণে ২০ জন কাঁকড়া হ্যাচারি উদ্যোক্তা, বেসরকারি হ্যাচারির টেকনিশিয়ান ও সরকারি কাঁকড়া হ্যাচারি টেকনিশিয়ান অংশগ্রহণ করেন। ৩০ আগস্ট প্রাথমিক পর্যায়ে সাত দিনের তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ ১৪-২১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে কাঁকড়া হ্যাচারির ব্যবহারিক বিষয়গুলো হাতে কলমে শেখানো হয়।

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় Green Climate Fund (GCF)-এর অর্থায়নে পিকেএসএফ ১৭ আগস্ট ২০২৩ তারিখ থেকে Resilient Homestead and Livelihood Support to the Vulnerable Coastal People of Bangladesh (RHL) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা উপকূলীয় সম্প্রদায়ের জন্য উন্নত ও টেকসই বিকল্প জীবিকা নির্বাহের অংশ হিসেবে ৫০টি কাঁকড়ার হ্যাচারি স্থাপন, ৫০০টি কাঁকড়ার পোনার নার্সারি ও ২০,০০০ কাঁকড়া চাষিকে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার কাঁকড়া হ্যাচারি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ পরিদর্শন

BD Rural WASH for HCD প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি

বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সাল থেকে মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি শীর্ষক একটি বিশেষায়িত প্রকল্প দেশের ৮ বিভাগের ৩০ জেলার ১৮২ উপজেলায় বাস্তবায়ন করছে। পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম মূল্যায়ন, কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন, প্রকল্পের গুরুত্ব এবং সর্বোপরি মাঠ পর্যায়ের চাহিদা বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগী বিশ্বব্যাংক ও এআইআইবি প্রকল্পটির মেয়াদ আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্ধিত মেয়াদে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক ১০ লক্ষ নিরাপদ ব্যবস্থাপনার দুই গর্তের টয়লেট নির্মাণ করা হবে। জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ১,০৮,৮৭৯টি নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং ৫,৫০,৬৫৬টি নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় দুই গর্তবিশিষ্ট টয়লেট নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। একই সময় পর্যন্ত নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় পানি সরবরাহ খাতে ৩৭০.৬ কোটি টাকা এবং নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় স্যানিটেশন খাতে ১৭৭১.৭ কোটি টাকা মাঠ পর্যায়ে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

৮১% পূর্ণকালীন কর্মসংস্থান: শিক্ষানবিশি কার্যক্রমে RAISE প্রকল্পের টেকসই সাফল্য

পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ পরিচালনায় সম্পন্ন Tracer Study on RAISE Apprenticeship Program-এর ফলাফলে দেখা গিয়েছে, RAISE প্রকল্পের শিক্ষানবিশি কার্যক্রম তরুণদের কর্মসংস্থান, দক্ষতা বৃদ্ধি ও সামাজিক ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের প্রথম তিনটি কোহোর্ট/ইনটেক-এর ২,৫২৯ জন শিক্ষানবিশের ওপর করা এ সমীক্ষায় উঠে এসেছে, ৬৪% মজুরিভিত্তিক চাকরিতে, ২৪% স্ব-কর্মসংস্থানে যুক্ত হয়েছেন; কোহোর্ট ১-এ বেকারত্বের হার ১৩% থেকে নেমে কোহোর্ট ৩-এ দাঁড়িয়েছে মাত্র ৭%-এ। চাকরিপ্রাপ্তদের মধ্যে ৮১% পূর্ণকালীন কাজে নিয়োজিত এবং ৫৯% প্রশিক্ষণ শেষে এক মাসের মধ্যেই কর্মসংস্থানে যুক্ত হতে সক্ষম হয়েছেন। ৯৮% শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণকে 'Good' বা 'Excellent' বলেছেন এবং মাস্টার ক্র্যাফটসপার্সনগণও নিজেদের শিক্ষানবিশকেই প্রথমে নিয়োগ দিতে আগ্রহী। অন্যদিকে, ৯৩% শিক্ষানবিশ জানিয়েছেন, শিক্ষানবিশি কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার পর তাদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে এবং ৯০% মনে করেন সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে আধুনিক সরঞ্জামের অভাব, মূলধন সংকট এবং নারীদের জন্য প্রচলিত ট্রেডের বাইরে সম্পৃক্ততায় সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এখনো বিদ্যমান। গবেষণায় ট্রেডভেদে প্রশিক্ষণের সময়সীমা বৃদ্ধি, চাকরির সংযোগ জোরদার, আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ও উদীয়মান ট্রেড অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং নারীবান্ধব উদ্যোগ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। গত ২ জুলাই পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত এক সভায় বিশ্বব্যাংকের পক্ষ হতে সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর একটি উপস্থাপনা প্রদান করা হয়।

পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে RAISE প্রকল্পটি দেশের শহর ও শহরতলি এলাকায় ৮৯টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থার সংখ্যা ৭০ থেকে বাড়িয়ে ৮৯-এ উন্নীত করা হয়েছে। একই সঙ্গে শিক্ষানবিশসহ সার্বিক অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ১.৭৫ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ২ লক্ষ ২৫ হাজার ৫০০ জনে উন্নীত করা হয়েছে। গত ৩ জুলাই পিকেএসএফ ভবনে RAISE প্রকল্পের নবনির্বাচিত সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দের অংশগ্রহণে 'প্রকল্পের কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন কৌশল বিষয়ক অবহিতকরণ সভা' অনুষ্ঠিত হয়। সভার উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের।

SICIP-PKSF প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

১২ হাজার নিম্ন আয়ের তরুণকে বিনামূল্যে দক্ষতা প্রশিক্ষণ দিবে পিকেএসএফ

আধুনিক শিল্প চাহিদাভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর এবং তাদের টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিতের লক্ষ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে SICIP-PKSF প্রকল্প। তিন বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় দেশের ১২,০০০ তরুণকে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে, যার মধ্যে ৩০ শতাংশ নারীদের জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৭০ শতাংশের ক্ষেত্রে নিম্ন আয়ের এবং প্রান্তিক অঞ্চলের তরুণরা অগ্রাধিকার পাবে। প্রশিক্ষণার্থীরা ১২টি ট্রেডে আবাসিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবেন। এছাড়া, প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করার পর প্রশিক্ষণলব্ধ দক্ষতার ভিত্তিতে আত্ম ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

গত ২৮ জুলাই পিকেএসএফ ভবনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Skills for Industry Competitiveness and Innovation Program (SICIP) প্রকল্পের পিকেএসএফ অংশের (SICIP-PKSF) আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও সহযোগী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এসব তথ্য জানানো হয়। এ প্রকল্পে সহায়তা করছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অর্থসচিব ও SICIP-এর জাতীয় প্রোগ্রাম পরিচালক ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার বলেন, বিদেশে দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা থাকায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থাগুলোকে অবদান রাখার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথি অতিরিক্ত সচিব ও SICIP-এর নির্বাহী প্রোগ্রাম পরিচালক মোহাম্মদ ওয়ালিদ হোসেন বলেন, প্রশিক্ষকদের মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের জন্য দেশের বাইরে উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

সভাপতির বক্তব্যে পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান বলেন, বাংলাদেশের বিদ্যমান জনমিতিক সুবিধা দীর্ঘকাল থাকবে না। এ সুবিধাকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে SICIP-PKSF প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার গৃহীত দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের বলেন, SICIP-PKSF প্রকল্পের আওতায় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-স্বীকৃত পন্থায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর মজুরিভিত্তিক ও আত্মকর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হবে।

অনুষ্ঠানে দেয়া বিশেষ বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ জসীম উদ্দিন বলেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশিক্ষণের আওতায় আরো সাড়ে ৮ হাজার জনের প্রশিক্ষণ চাহিদা সরকারের কাছে জমা দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছেন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানে প্রকল্প সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক এবং SICIP-PKSF প্রকল্পের মুখ্য সমন্বয়কারী মোঃ জিয়াউদ্দিন ইকবাল।

'জুলাই পুনর্জাগরণ অনুষ্ঠানমালা-২০২৫ উদ্‌যাপন'-এর অংশ হিসেবে পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ ৫ আগস্ট আগারগাঁওস্থ পিকেএসএফ ভবনের সামনে থেকে একটি র‍্যালি বের করে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সংসদ ভবনের সামনে গণজমায়েতে অংশ নেন।

অতিদারিদ্র্য নিরসনে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের প্রশংসা করলেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন-এর রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ)-এর রাষ্ট্রদূত Michael Miller গত ১১ সেপ্টেম্বর সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার কৈখালী ইউনিয়নে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল-ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (পিপিইপিপি-ইইউ)' প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে ইইউ রাষ্ট্রদূতের সফরসঙ্গী ছিলেন ইইউ প্রতিনিধি দলের ফার্স্ট কাউন্সেলর Edwin Koekkoek ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার (রেজিলিয়েন্ট লাইভলিহুডস) মেহের নিগার ভূঁইয়া, এবং পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্প পরিচালক ড. শরীফ আহম্মদ চৌধূরী এবং পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) সেলিনা শরীফ।

সফরকালে ইইউ প্রতিনিধি দলটি প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতামূলক 'পুষ্টি মেলা', স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্প, আন্তঃকিশোরী ক্লাব চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বয়সভিত্তিক আদর্শ খাবার নির্বাচন ও খাবার তৈরির আদর্শ প্রণালী প্রদর্শনী, প্রতিবন্ধী সহায়ক উপকরণ বিতরণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

প্রতিনিধি দলটি প্রকল্পের সদস্য কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করে। এছাড়া, তারা দুর্যোগ সচেতনতা বিষয়ক একটি পথনাটক উপভোগ করেন এবং প্রকল্পের আওতায় গঠিত একটি গ্রাম কমিটিতে সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন।

পরিদর্শন শেষে ইইউ রাষ্ট্রদূত পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, "অতিদরিদ্র মানুষেরা তাদের অবস্থার পরিবর্তন করে মূলধারার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়েছেন। তাদের সাফল্যের গল্প সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক।"

পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পটি দেশের ১২ জেলার ১৪৫ ইউনিয়নে বসবাসরত প্রায় ২.১৫ লক্ষ অতিদরিদ্র খানার টেকসই উন্নয়নে জীবিকায়ন, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন, পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিকরণ, দুর্যোগ ও জলবায়ু-অভিযোজন এবং কমিউনিটি মোবিলাইজেশন বিষয়ক বহুমাত্রিক সেবা প্রদান করছে। পিকেএসএফ ১৯টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে কর্ম এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় গত ১-৭ আগস্ট "মাতৃদুগ্ধকে অগ্রাধিকার দিন, টেকসই সহায়ক ব্যবস্থা গড়ে তুলুন" প্রতিপাদ্য নিয়ে 'বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০২৫' পালন করা হয়।

এ উপলক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি বিভিন্ন উদ্যোগের সাথে সমন্বয় রেখে আলোচনা সভা ও র‍্যালি এবং প্রকল্পের আওতায় গঠিত প্রসপারিটি গ্রাম কমিটি, মা ও শিশু ফোরাম এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে সচেতনতামূলক সেশন এবং সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্রের কিশোরীদের অংশগ্রহণে খেলাধুলা ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এছাড়া, পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের আওতায় দুর্গম ও দরিদ্রপ্রবণ এলাকায় আয়োজিত মানসিক স্বাস্থ্য ক্যাম্প থেকে এ পর্যন্ত পাঁচ শতাধিক ব্যক্তি চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন। এসব ক্যাম্পে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের চিকিৎসকরা রোগীদের পরামর্শ, চিকিৎসা ও ওষুধ প্রদান করেন।

ইসিসিসিপি-ফ্লাড প্রকল্প: বন্যায় সহনশীলতা ও টেকসই সমাধানের অনন্য দৃষ্টান্ত

গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)-এর দু'টি টিমের সদস্যবৃন্দ পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত ইসিসিসিপি-ফ্লাড প্রকল্পের কর্ম এলাকা পরিদর্শন করেছেন।

বিগত ৯-১১ জুলাই জিসিএফ-এর ইনডিপেনডেন্ট ইভালুয়েশন ইউনিট এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রতিনিধিগণ গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলায় মে ২০২৪-এ সমাপ্ত পিকেএসএফ-এর ইসিসিসিপি-ফ্লাড প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পের কার্যক্রমগুলোর স্থায়িত্ব, স্থানীয় জীবনযাত্রার ওপর এর প্রভাব এবং আগাম বন্যার সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় আনা নতুন উদ্ভাবনগুলো মূল্যায়ন করা। পরিদর্শনে দেখা যায়, প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও কর্ম এলাকার মানুষেরা অভিযোজন কার্যক্রমগুলোর প্রভাবে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পেরেছে। জিসিএফ-এর সদস্যরা প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলাফলের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)-এর পরামর্শক শালিনী শর্মিলা বসনায়েকে কুরুকুলাসুরিয়া ২২-২৪ জুলাই জামালপুরের ইসলামপুরে ইসিসিসিপি-ফ্লাড প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

আসন্ন কপ-৩০ সম্মেলনের জন্য মাঠ পর্যায়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও গল্প সংগ্রহের জন্য তিনি প্রকল্পের কর্ম-এলাকায় উপকারভোগীরা কীভাবে উঁচু বসতভিটা, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন, বন্যা-সহনশীল নলকূপ, বন্যা-সহনশীল ফসলের চাষ এবং ছাগল-ভেড়া পালনের জন্য তৈরি বিশেষ উঁচু মাচার মতো ব্যবস্থাগুলো অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ব্যবহার করছে, তা পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা করেন।

প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ হলেও স্থানীয় সম্প্রদায়ের মালিকানা ও দায়িত্ববোধের কারণে এর সুফল বহুকাল ধরে বিদ্যমান থাকবে বলে এ পরিদর্শনে প্রতীয়মান হয়। এটি জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একটি শক্তিশালী মডেল হিসেবে কাজ করছে।

বরেন্দ্র অঞ্চলের সেচ কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে খাল পুনর্খনন কার্যক্রম

পিকেএসএফ-এর ECCCP-Drought প্রকল্পের আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বরেন্দ্র অঞ্চলের রাজশাহী ও নওগাঁ জেলার নির্বাচিত ইউনিয়নসমূহে ২৫ কিলোমিটার খাল পুনর্খনন করা হয়। খালগুলো পুনর্খননের ফলে এ অঞ্চলের কৃষকরা প্রায় ৬৫০ হেক্টর কৃষি জমিতে

খালের পানি ব্যবহার করে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করছেন এবং প্রায় ১১ হাজার মানুষের সারা বছর পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, খালের পানি ব্যবহারের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমেছে এবং জ্বালানি খরচ হ্রাস পেয়েছে। সর্বোপরি, পরিবেশ দূষণ কমাতে এ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলাধীন মনোহরপুর গ্রামের ৪২ বছর বয়সি কৃষক মোঃ ফরিদুল ইসলাম বলেন, "মনোহরপুর খালটিতে মাটি ভরাট হওয়ায় আগের বছর বোরো মৌসুমে আমার দুই বিঘা ধানি জমিতে সেচ দিতে ৪৫-৫০ লিটার ডিজেল খরচ হয়েছে, যার মূল্য ছিলো ৫,১০০ টাকা। এ বছর খালটি পুনর্খননের ফলে খালে প্রচুর পানি আছে। ফলে, একই জমিতে এ বছর সেচ দিতে খরচ হয়েছে মাত্র ২৫ লিটার ডিজেল, যার মূল্য ২,৬০০ টাকা।"

ECCCP-Drought প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম ও অগ্রগতি মূল্যায়নের লক্ষ্যে বিগত ৩১ জুলাই 'শিখন বিনিময়, ২০২৫' শীর্ষক একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত এ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের। তিনি বলেন, "জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় প্রকল্প বাস্তবায়নসহ সর্বক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে হবে।" কর্মশালায় ECCCP-Drought প্রকল্পের ১৮টি বাস্তবায়নকারী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, ফোকাল পার্সন এবং প্রকল্প সমন্বয়কারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আরো জোরদার করার আহ্বান

ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু পরিবর্তন ও নগরায়নের কারণে বাংলাদেশে দুর্যোগের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে দিন দিন। দুর্যোগের সময় ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য একটি কার্যকর ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন এবং এ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগ দুর্যোগ মোকাবিলায় সহায়ক, তবে বিভিন্ন জনমিতিক গোষ্ঠী এবং স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যকরভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। পিকেএসএফ ভবনে ২৮ সেপ্টেম্বর 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি আলোচনা সভায় আলোচকবৃন্দ এসব মন্তব্য করেন। এতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ ও পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সদস্য গওহার নঈম ওয়ারা 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা' বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদান করেন। সভায় পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের বক্তব্য রাখেন। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা

পরিচালক মোঃ জসীম উদ্দিন। আলোচকবৃন্দ বলেন, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস মানে হলো দুর্যোগের কারণে ক্ষয়ক্ষতি, জীবনহানি, এবং অন্যান্য নেতিবাচক প্রভাব কমানোর জন্য গৃহীত ব্যবস্থা। এর মধ্যে দুর্যোগের ঝুঁকি চিহ্নিত করা, মূল্যায়ন করা এবং সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি।

খুলনায় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে পিকেএসএফ-এর GCF-Readiness-2 প্রকল্পের উদ্যোগে খুলনা জেলায় পৃথক দু'টি কর্মশালা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে গত ৮ জুলাই খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত Understanding Climate Change and Climate Finance: National and International Perspective শীর্ষক কর্মশালায় আলোচকগণ বলেন, বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলা ও ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে জ্ঞান অর্জন ও দক্ষতার সাথে কাজ করার বিকল্প নেই। এজন্য তরুণ শিক্ষার্থী, গবেষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

পিকেএসএফ-এর আর্থিক সহযোগিতায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রেজাউল করিম। এতে সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ বিজ্ঞান ডিসিপ্লিনের শিক্ষক অধ্যাপক ড. মোঃ ইউসুফ আল হারুন। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ। এ কর্মশালায় শিক্ষক, গবেষক এবং শিক্ষার্থীগণ অংশগ্রহণ করেন।

অপর কর্মশালাটি গত ২৩ সেপ্টেম্বর খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। 'পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় করণীয়' শীর্ষক এ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ড. শাহ আলম, পরিচালক, আঞ্চলিক কেন্দ্র, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনার বিভাগীয় কমিশনার মোঃ ফিরোজ সরকার। কর্মশালায় মুখ্য আলোচক ছিলেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ। তিনি পরিবেশ সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন, গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড এবং পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কর্মশালায় খুলনা বিভাগে অবস্থিত বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, শতাধিক ইমাম এবং জেলা প্রশাসন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

পরিবেশবান্ধব আবাসন উদ্যোগে অর্থায়ন বিষয়ে পিকেএসএফ এবং এডিবি'র আলোচনা

অন্তর্ভুক্তিমূলক সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন প্রকল্পে অর্থায়ন বিষয়ক আলোচনার জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) একটি পরামর্শ মিশন ১১ আগস্ট পিকেএসএফ ভবনে পিকেএসএফ-এর শীর্ষ কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে।

সভায় স্বাগত বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের বলেন, নিম্ন আয়ের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের চাহিদা অনুসারে গৃহায়নের জন্য বর্ধিত অর্থায়ন প্রয়োজন। তিনি গৃহ নির্মাণে পরিবেশগত দিক বিবেচনায় রেখে পোড়া মাটির ইটের পরিবর্তে 'হলো কংক্রিট ব্লক' ব্যবহারের পরামর্শ দেন। সভায় পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন এবং পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক ড. এ.কে.এম. নুরুজ্জামান 'Housing Loan Program implemented by PKSF' বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদান করেন।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এডিবি'র ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর স্পেশালিস্ট ও মিশন লিডার Monica Mei V Carino-Young এবং সিনিয়র প্রজেক্ট অফিসার ও কো-মিশন লিডার মোহাম্মদ রাশেদ আল হাসান। এডিবি প্রতিনিধিরা প্রস্তাবিত এ প্রকল্পের আওতায় আবাসন নির্মাণে জলবায়ু-সহনশীল বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্তির ওপর জোর দেন।

এডিবি'র মিশনটি ১২ আগস্ট সিরাজগঞ্জ পৌরসভা এলাকায় সহযোগী সংস্থা ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন পিকেএসএফ-এর গৃহ নির্মাণ ঋণ কর্মসূচি পরিদর্শন করে। পিকেএসএফ

আবাসন ঋণগ্রহীতার সাথে কথা বলছেন এডিবি'র মিশন লিডার

২০১৯ সাল থেকে নিজস্ব অর্থায়নে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে, যার মূল উদ্দেশ্য হলো নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন অবস্থার উন্নয়ন করা।

আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত পিকেএসএফ ৫২ জেলায় ২৫টি সহযোগী সংস্থার ২০৫টি শাখার মাধ্যমে ৩৮,০৮৮ জন ঋণ গ্রহীতাকে মোট ১,০১৩ কোটি টাকা বিতরণ করেছে। পরিদর্শনকালে এডিবি প্রতিনিধি দল পিকেএসএফ-এর এ কর্মসূচির গুণগত মান এবং এ ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর বসবাসের পরিবেশে দৃশ্যমান পরিবর্তনের প্রশংসা করে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ: সহযোগী সংস্থার জনবলের দক্ষতা উন্নয়নের অংশ হিসেবে পিকেএসএফ ট্রেনিং সেন্টার বর্তমানে ১৩টি কোর্সে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫ প্রান্তিকে পিকেএসএফ ভবনে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণের আওতায় ১১টি ব্যাচে সহযোগী সংস্থাসমূহের উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের ২৪৩ জন কর্মকর্তাকে মোট ৮টি কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

পিকেএসএফ কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ: জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫ সময়ে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত চারটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং ২৪টি কর্মশালায় পিকেএসএফ-এর ৭৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি, মিশর, যুক্তরাষ্ট্র, ফিলিপাইন ও জাপানে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় পিকেএসএফ-এর ২৭ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম: জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫ সময়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন শিক্ষার্থী পিকেএসএফ-এ ইন্টার্ন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

বিসিএস (অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস) ক্যাডারের শিক্ষানবিশ কর্মকর্তাদের মাঠ পরিদর্শন

সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান Financial Management Academy (ফিমা)-তে প্রশিক্ষণরত বিসিএস (অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস) ক্যাডারের শিক্ষানবিশ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ২ জুলাই পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে পরিচালিত ঋণ কার্যক্রম এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন কৌশল মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করেন।

শিক্ষানবিশ কর্মকর্তাবৃন্দ পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভস্ (এসডিআই)-এর ঢাকা জেলার সাভার এবং ধামরাই উপজেলাস্থ সদস্যদের ঋণ কার্যক্রমের সমিতি, বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র উদ্যোগ যেমন মিনি গার্মেন্টস, হ্যান্ডিক্র্যাফটস, গাভি পালন, পোলট্রি খামার ও মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে প্রতিনিধিবৃন্দ উদ্যোক্তাদের সাথে এসডিআই হতে ঋণ গ্রহণ প্রক্রিয়া, ঋণ ব্যবহারের কার্যকারিতা, বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয় জমা, সদস্য নির্বাচন পদ্ধতিসহ এসডিআই-এর অন্যান্য সহযোগিতা প্রাপ্তির বিষয়ে আলোচনা করে সম্যক ধারণা প্রাপ্ত হন। পরিদর্শন শেষে শিক্ষানবিশ কর্মকর্তাবৃন্দ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রম

জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ বিতরণ ৭২,৭৮৫.১০ কোটি টাকা, ঋণ আদায় ৫৯,০৭৩.৭৫ কোটি টাকা এবং ঋণস্থিতি ১৩,৭১১.৩৫ কোটি টাকা। সহযোগী সংস্থা হতে সদস্য পর্যায়ে ঋণ বিতরণ ৯,২৭,১৫২.৬৮ কোটি টাকা, ঋণ আদায় ৮,৪০,৫৮০.৯৯ কোটি টাকা এবং ঋণস্থিতি ৮৬,৫৭১.৬৯ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, সহযোগী সংস্থার নিকট সদস্যদের সঞ্চয় স্থিতি ৩৫,৮৩৫.৯০ কোটি টাকা।

সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর ঋণস্থিতি: জুলাই ২০২৫ মাসে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর মোট ঋণস্থিতি ১৩,৭১১.৩৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে মূলস্রোতভুক্ত ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ঋণস্থিতি ৯,৯৪১.৮০ কোটি টাকা, যা মোট ঋণস্থিতির ৭২.৫১% এবং প্রকল্পভুক্ত ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ঋণস্থিতি ৩,৭৬৯.৫৫ কোটি টাকা, যা মোট ঋণস্থিতির ২৭.৪৯%।

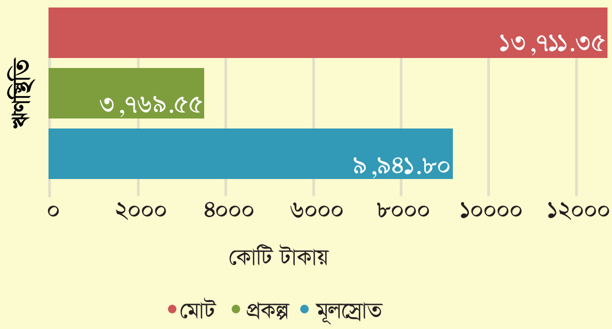

সদস্য পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার ঋণস্থিতি: জুলাই ২০২৫ মাসে সদস্য পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার মোট ঋণস্থিতি ৮৬,৫৭১.৬৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে মূলস্রোতভুক্ত ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ঋণস্থিতি ৭৪,৯৭৮.০২ কোটি টাকা, যা মোট ঋণস্থিতির ৮৬.৬১% এবং প্রকল্পভুক্ত ঋণ কর্মসূচির আওতায় ঋণস্থিতি ১১,৫৯৩.৬৭ কোটি টাকা, যা মোট ঋণস্থিতির ১৩.৩৯%।

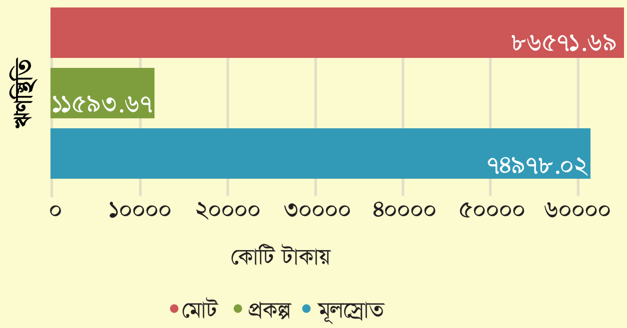

সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর খাতওয়ারি ঋণস্থিতি

জুলাই ২০২৫ মাসে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর মোট ঋণস্থিতি ১৩,৭১১.৩৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ (অগ্রসর) ৬,৫২৪.৬৯ কোটি টাকা, দরিদ্রদের জন্য মধ্যম পর্যায়ের ক্ষুদ্রঋণ (জাগরণ) ৩,৯৭৮.৫৯ কোটি টাকা, অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ (বুনিয়াদ) ৬৩৫.২৫ কোটি টাকা, কৃষি ঋণ (সুফলন) ৮২৮.০৬ কোটি টাকা, আবাসন ঋণ ৪১১.৮৩ কোটি টাকা এবং অন্যান্য ঋণ ১,৩৩২.৯৩ কোটি টাকা।

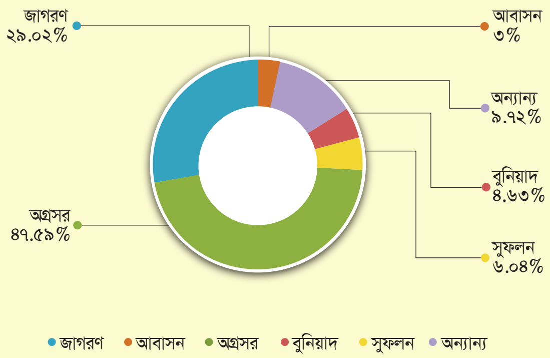

সদস্য পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার খাতওয়ারি ঋণস্থিতি

জুলাই ২০২৫ মাসে সদস্য পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার মোট ঋণস্থিতি ৮৬,৫৭১.৬৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ (অগ্রসর) ৪২,১০৪.৮৯ কোটি টাকা, দরিদ্রদের জন্য মধ্যম পর্যায়ের ক্ষুদ্রঋণ (জাগরণ) ২৭,৮৬৬.২২ কোটি টাকা, অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ (বুনিয়াদ) ৮৩৬.৪০ কোটি টাকা, কৃষি ঋণ (সুফলন) ৫,৩২৫.০১ কোটি টাকা, আবাসন ঋণ ৪৫৪.৪১ কোটি টাকা এবং অন্যান্য ঋণ ৯,৯৮৪.৭৬ কোটি টাকা।

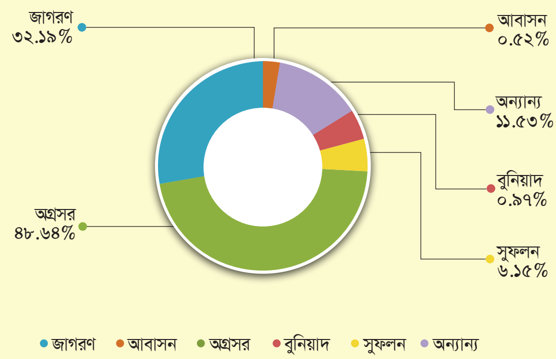

সহযোগী সংস্থার সদস্য ও ঋণগ্রহীতা: জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর সকল সহযোগী সংস্থার সর্বমোট সদস্য ২.০৮ কোটি। এর মধ্যে নারী ১.৯৫ কোটি, যা মোট সদস্যের ৯৩.৭৫%। একই সময়ে, ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ১.৫৯ কোটি। এর মধ্যে নারী ১.৪৯ কোটি, যা মোট ঋণগ্রহীতার ৯৩.৭১%।

ঋণ আদায় হার: পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ঋণ আদায়ের হার যথাক্রমে ৯৯.৮৪% এবং ৯৯.১১%।

অ-আর্থিক পরিষেবা সংক্রান্ত তথ্য: পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সদস্য পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবার পাশাপাশি নানাবিধ অ-আর্থিক পরিষেবা প্রদান করছে, যা পিকেএসএফ-এর নিজস্ব তহবিল ও বিভিন্ন প্রকল্প হতে সংস্থান করা হয়। অ-আর্থিক পরিষেবাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা, প্রশিক্ষণ, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, শিক্ষাবৃত্তি, ভ্যালুচেইন উন্নয়ন কার্যক্রম, কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও কারিগরি সহায়তা, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় বন্যা ও লবণাক্ততা-সহিষ্ণু ফসল চাষে সহায়তা, বসতভিটা উঁচুকরণ, লবণাক্তপ্রবণ এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ড, সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম ইত্যাদি।

আরএমটিপি প্রকল্পের উদ্যোক্তা রেশমার 'ইয়ুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড ২০২৫' অর্জন

পিকেএসএফ-এর আরএমটিপি প্রকল্পের উদ্যোক্তা সুরাইয়া ফারহানা রেশমা 'ইয়ুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড ২০২৫' পেয়েছেন। স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ ও তরুণ প্রজন্মের অনুপ্রেরণামূলক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের হাত থেকে তিনি গত ১৫ সেপ্টেম্বর এ পুরস্কার গ্রহণ করেন।

বগুড়ার শেরপুরে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন আরএমটিপি প্রকল্পের 'নিরাপদ মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের উদ্যোক্তা রেশমা নিজের জমিতেই প্রতি মাসে প্রায় ২৫০ টন ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন করছেন। এর পাশাপাশি স্থানীয় যুবদেরকে হাঁস-মুরগি পালন, ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন ও বিপণনে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন রেশমা। বর্তমানে তার উদ্যোগে ২৫ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের বিকাশে পিকেএসএফ, আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) ও ডানিডার অর্থায়নে দেশব্যাপী বাস্তবায়িত হচ্ছে Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP)। ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য আর্থিক পরিষেবা সম্প্রসারণের পাশাপাশি নির্বাচিত উচ্চ মূল্যমানের কৃষি পণ্যের ভ্যালু চেইনের সাথে সম্পৃক্ত ৬,১১,৪৯১ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, উদ্যোক্তা, এবং অন্যান্য মার্কেট অ্যাক্টরের আয়, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়নে কাজ করছে এ প্রকল্প।

বিগত ২০-৩১ জুলাই ইফাদ-এর ষষ্ঠ সুপারভিশন মিশন অনুষ্ঠিত হয়। এ মিশনে Thierry Mahieux-এর নেতৃত্বে বিভিন্ন বিষয়ের ৮ জন বিশেষজ্ঞ পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি), মৌসুমী, জাকস ফাউন্ডেশন, ও গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

মিশন টিম ৩০ জুলাই পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের-এর সভাপতিত্বে pre warp-up সভায় মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন বিষয়াদি উপস্থাপন করে আরএমটিপি প্রকল্পের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে। এরপর ৩১ জুলাই মিশন টিম আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক-এর সভাপতিত্বে warp-up সভায় প্রকল্পের মাঠ পর্যবেক্ষণ ও অগ্রগতি বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদান করে। এ সময় মিশন টিম আরএমটিপি'র চলমান কার্যক্রম গুণগত মান ঠিক রেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার পরামর্শ দেয়।

উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ত পানি বিশুদ্ধকরণে ৫০০ প্ল্যান্ট স্থাপন করবে পিকেএসএফ

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে খাবার পানির সংকট নিরসনে পাঁচ শতাধিক সৌরবিদ্যুৎ চালিত ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট (লবণাক্ত পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্ট) স্থাপন করবে পিকেএসএফ। রিভার্স অসমোসিস পদ্ধতি ব্যবহার করে সাতক্ষীরা, খুলনা এবং বাগেরহাট জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য এ প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর পিকেএসএফ ভবনে Safe Water Project (SWP) শীর্ষক প্রকল্প সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদেরকে ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে এক সভায় এ তথ্য জানানো হয়।

SWP প্রকল্পের সূচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের বলেন, উপকূলীয় অঞ্চলে সুপেয় পানির সংকট মোকাবিলায় পিকেএসএফ স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে ব্যবসায় উদ্যোগ মডেল অনুসরণ করে ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট স্থাপন করছে।

পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন বলেন, ২০০৭ সালের ঘূর্ণিঝড় সিডরের পর থেকেই পিকেএসএফ উপকূলীয় জেলাগুলোতে সুপেয় পানি সরবরাহ করে আসছে। ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ বলেন, পানির লবণাক্ততা দূর করার জন্য রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্টের মাধ্যমে পানির মধ্যে থাকা লবণ ও অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থ দূর করে পানিকে পানের উপযোগী করে তোলা হয়। সভায় আরও বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক ড. এ.কে.এম. নুরুজ্জামান।

অ্যাডাপটেশন ফান্ডের অর্থায়নে নিরাপদ পানি প্রকল্পের আওতায় আগামী তিন বছরের মধ্যে প্রকল্প এলাকায় পানীয় জলের প্রাপ্যতার হার ৩০.৩% থেকে ৯৫%-এ উন্নীত করা হবে। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় লবণাক্ত পানির মান পরীক্ষা করা হবে। ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেটের এ প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ সরাসরি সুবিধাপ্রাপ্ত হবেন।

বুকপোস্ট

উপদেশক : মোঃ ফজলুল কাদের
মোঃ জসীম উদ্দিন

নির্বাহী সম্পাদক : সুহাস শংকর চৌধুরী

সম্পাদনা সহযোগী : সাবরীনা সুলতানা

অঙ্গসজ্জা : রাকিব মাহমুদ